Contents

সোনামণি প্রতিভা

৩১তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
২০১৮

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

৩১তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
২০১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

■ সম্পাদকীয় ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ ০৬
■ হাদীছের গল্প ১৬
■ এসো দো'আ শিখি ১৮
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ১৯
■ কবিতাগুচ্ছ ২২
■ একটুখানি হাসি ২৪
■ আমার দেশ ২৫
■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৬
■ রহস্যময় পৃথিবী ২৭
■ সাহিত্যাঙ্গন ৩০
■ দেশ পরিচিতি ৩১
■ যেলা পরিচিতি ৩১
■ আন্তর্জাতিক পাতা ৩২
■ সংগঠন পরিক্রমা ৩২
■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৪
■ ভাষা শিক্ষা ৩৭
■ কুইজ ৩৭
■ নীতিমালা ৩৯

সম্পাদকীয়

বেশী বেশী সালামের প্রচলন কর

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। ইসলামী শরী'আতে মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে সম্ভাষণ জানানোর মাধ্যম হল সালাম। সালাম এবং সালামের জবাব দেওয়ার মধ্যে নিহিত আছে পারস্পরিক শান্তি, নিরাপদ ও কল্যাণে থাকার কামনা। এটি একটি দো'আ বিশেষ। কেননা 'সালাম' (السلام) অর্থ শান্তি। আল্লাহ্র অপর নাম 'সালাম'। জান্নাতকে বলা হয় 'দারুস সালাম'। অর্থাৎ শান্তির গৃহ। 'ইসলাম' শব্দের মাদ্দাহ বা মূল হল 'সালাম'। ইসলামের অনুসারীকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান। অতএব মুসলমানের জীবন ও সমাজ সালাম তথা শান্তি দ্বারা পূর্ণ *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২৭৩)*।

সালাম পারস্পরিক দো'আ কামনা ও অভিবাদনের এমন একটি প্রাচীন পদ্ধতি, যা বিশ্বের প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে বললেন, যাও ঐ অবস্থানরত ফেরেশতাদের প্রতি সালাম কর এবং তাদের জওয়াব শ্রবণ কর। কেননা এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের পারস্পরিক সম্ভাষণ রীতি। ফলে আদম (আঃ)-এর মুখনিঃসৃত প্রথম বাণীই ছিল সালাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৮)*। এটি পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ে নবী-রাসূলগণের সুন্নাতী পদ্ধতি, মুত্তাক্বীদের স্বভাবগুণ এবং খাঁটি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি জান্নাতীদের পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে অনেক মুসলমান শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বয়স্ক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখ থেকে সালাম বাদ দিয়ে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন শব্দাবলী। যেমন বাই-বাই, টা-টা, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা ইত্যাদি।

স্নেহের সোনামণি! তোমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছ? উক্ত শব্দাবলী দিয়ে সম্ভাষণের মধ্যে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির কোন বার্তা আছে কি? কখনোই নেই। অথচ সালাম এমন এক জান্নাতী কালাম, যা কল্যাণ ও আল্লাহ্র রহমত কামনা এবং ছওয়াব অর্জনের বিশেষ মাধ্যম। যেমন-সালাম : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ 'আপনার (বা আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক' জওয়াব : وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ 'আপনার (বা আপনাদের) উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক'। 'আসসালা-মু আলায়কুম' বললে ১০ নেকী, ওয়া রহমাতুল্লা-হ যোগ করলে ২০ নেকী, ওয়া বারাকা-তুহূ যোগ করলে ৩০

নেকী' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৪৪)*। প্রশান্তি ও পুণ্যের কি সুমহান সুযোগ! উল্লেখ্য যে অনেকে কথা বলার পূর্বে শুভ সকাল...শুভ রাত্রি ইত্যাদি শব্দাবলী দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন অথবা বক্তব্য শুরু করে সম্ভাষণের পর সালাম দিয়ে থাকেন এসবের কোনটিই সুন্নাতী পদ্ধতি নয়। বরং কথা বলার পূর্বেই সালাম দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে শুরু করে না তাকে অনুমতি দিয়ো না' *(বায়হাক্বী-শু'আব, মিশকাত হা/৪৬৭৬)*।

সালাম শুধু পরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধু মহলের জন্যই নির্দিষ্ট নয়। বরং পরিচিত অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম প্রদান করা সর্বোত্তম মুসলিমের বৈশিষ্ট্য। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্য সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি অপরকে খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকল (মুসলমান) কে সালাম প্রদান করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৯)*। ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বাজারে যাওয়ার সময় বলতেন, 'আমরা বাজারে যাচ্ছি শুধুমাত্র সালাম প্রদানের জন্য। সুতরাং যার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম প্রদান করব' *(বায়হাক্বী-শু'আব, মিশকাত হা/৪৬৬৪)*।

সালাম হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, অহংকার, তুচ্ছজ্ঞান করা ইত্যাদি নিকৃষ্টগুণ থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখার মাধ্যম। আরোহী ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে দেখলে অন্তরে অহংকার ও গর্ব অনুভব করতে পারে। তাই আরোহী ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে এবং ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে। আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রথমে সালাম দেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৪৬)*। সালাম পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি এবং জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, মুমিন না হওয়া পর্যন্ত। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে? তা হল তোমাদের মাঝে বেশী বেশী সালামের প্রচার ও প্রসার করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১)*। সালামের সময় পরস্পর দুই হাতের তালু মিলিয়ে মুছাফাহা করা সুন্নাত। মুছাফাহার সময় দু'জনের চার হাত মিলানো, সাক্ষাতকালে মাথা ঝুঁকানো, বুকে জড়িয়ে ধরা বা কপালে চুমু খওয়া, কদমবুসি করা বা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা সুন্নাত সম্মত নয়।

তাই সোনামণি! তোমরা ইসলামের চিরকল্যাণকর বিধান জারী রাখতে, যাবতীয় নব্য জাহেলিয়াত দূরীকরণে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে সুন্নাতী পদ্ধতিতে বেশী বেশী সালামের প্রচলন কর। তবেই সমাজে জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের আলো

যুলুম

১. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

১. যদি যালেমদের কাছে পৃথিবীর সকল সম্পদ থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তাহলে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে সবই দিয়ে দিবে। অথচ সেদিন আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের জন্য এমন শাস্তি প্রকাশ করা হবে, যা তারা কল্পনাও করত না' *(যুমার ৩৯/৪৭)*।

২. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

২. অতঃপর সেদিন যালেমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেবার আবেদন কবুল করা হবে না' *(রূম ৩০/৫৭)*।

৩. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

৩. দোষারোপের পথ কেবল তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে বিদ্রোহাচরণ করে অন্যায়ভাবে। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই সেটি হবে শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত' *(শূরা ৪২/৪২-৪৩)*।

৪. وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ

৪. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি যালেমদের দেখবে যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে, (দুনিয়া) ফিরে যাবার কোন পথ আছে কি?' *(শূরা ৪২/৪৪)*।

৫. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ

৫. জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করার সময় তুমি তাদেরকে দেখবে লাঞ্ছনায় অবনত গোপন দৃষ্টিতে তাকানো অবস্থায়। তখন ঈমানদারগণ বলবে, নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজ পরিজনদের ক্ষতি সাধন করেছে। মনে রেখ যালেমরা স্থায়ী আযাবের মধ্যে থাকবে' *(শূরা ৪২/৪৫)*।

হাদীছের আলো

যুলুম

١. عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)

১. আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন 'তোমার প্রতিপালকের ধরা এইরূপ যে, যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন, তাঁর ধরা বড় কঠিন' *(বুখারী হা/৪৬৮৬; মিশকাত হা/৫১২৪)*।

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ-

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ কারো প্রতি যদি সম্মানের ব্যাপারে বা কোন কিছুর ব্যাপারে অত্যাচার করে থাকে, আজকেই সে যেন তা সমাধান করে নেয়, ঐদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। ঐদিন সৎ আমল থাকলে অন্যায় পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎ আমল না থাকলে তার পাপগুলো নিয়ে অপরাধীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*।

٣. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ-

৩. সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধহাত যমীন দখল করেছে, ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে' *(মুসলিম হা/১৬১০; মিশকাত হা/২৯৩৮)*।

٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ-

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়ে থাকে। ১. মাযলূমের দো'আ ২. মুসাফিরের দো'আ ও ৩. সন্তানের জন্য পিতার দো'আ' *(তিরমিযী হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২২৫০)*।

প্রবন্ধ

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(শেষ কিস্তি)

১০. সমাজসেবা মূলক কাজে শিশু-কিশোরদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা : সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, অসহায় ও অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়াতে, মসজিদ-মাদরাসার কাজ, ওয়ায-মাহফিল ও সভা-সেমিনার সহ সকল কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসতে সোনামণিদের অনুপ্রাণিত করা উচিত। গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রাইভেট পাড়ানো এবং ইসলামী মাহফিলে বিনা হাদিয়ায় বক্তৃতা করার জাযবা সৃষ্টি করতে হবে।

১১. পর্ণোগ্রাফী, সিনেমা ও নাটক আসক্তি থেকে সন্তানদের দূরে রাখার পথ ও পদ্ধতি : আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে পর্ণোগ্রাফী, নাটক ও সিনেমা এখন মোবাইলের মাধ্যমে অনেক দ্রুতই কমবয়সী সন্তানদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। সহজেই তারা খারাপ, অবৈধ ও অনৈতিক পথে পা বাড়াচ্ছে। পিতা-মাতা ও অভিভাবক বিষয়টি সামলানোর পথ না পেয়ে সন্তানদের বকাবকি ও মারপিট শুরু করেন। ফলে সমাধান না হয়ে আরো উল্টো ক্ষতি হয় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। এজন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবককে নিম্নের দিকগুলো নিশ্চিত করতে হবে-

ক. সন্তানদের মার্জিত ভাষায় বিষয়টি বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে, এগুলো ভাল জিনিস নয়। বরং তোমার পড়াশোনা, জীবন, যৌবন ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

খ. পর্ণোস্টার বা সিনেমার নায়ক-নায়িকারা বাস্তব নয়। এটা একটা মিথ্যা অভিনয় ও অর্থ উপার্জনের অবৈধ পথ মাত্র।

গ. এগুলো যে মিথ্যা তার বাস্তবতা হল, আজ যে নায়ক বা নায়িকা অভিনয়ের মাধ্যমে মারা যাচ্ছে, কাল তারা আবার অন্য নাটক বা সিনেমায় অভিনয় করছে। মিথ্যা অভিনয় দেখে বৃথা সময় নষ্ট না করে, পড়াশোনায় অধিক সময় ব্যয় করা প্রকৃত ছাত্রের কাজ।

ঘ. সিনেমায় মিথ্যা ভাবভঙ্গী, ভাষা ও আবেগের প্রকাশ সবই ক্যামেরার সামনে সাজানো নাটক মাত্র।

ঙ. পর্ণোগ্রাফী মানব জীবনে ভয়াবহ দুর্ঘটনার মত মারাত্মক ব্যাধি। যা মানুষের মাঝে পশুত্ব জাগিয়ে দেয়। প্রকৃত মানুষ হতে গেলে এগুলো সব ত্যাগ করে ইসলামের আদর্শে সুন্দর, সুখী, ভদ্র ও মার্জিত জীবন গড়তে হবে।

চ. ছেলে-মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচরণ ও রুচিবোধে শালীনতা থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ছ. সন্তানের সাথে নিয়মিত খুঁটিনাটি বিষয়ে কথা বলতে হবে। যাতে তারা

লুকিয়ে এসব অপকর্মে লিপ্ত না হয়। শিশু-কিশোরদের সঠিক বুঝ ও নির্দেশনা দিয়ে ইসলামের আলোকে পবিত্র জীবনে ফেরানোর দায়িত্ব পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও দেশের সরকারের। নিম্নে ভারত, চীন ও পাকিস্তানের নৈতিকতা বিষয়ে দু একটি কথা উপস্থাপন করা হল :

১. ভারত : ভারতের উত্তর প্রদেশের ছোট একটি গ্রাম শ্যামলীতে গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১৪ সালে আইন পাশ করেছিল যে, মেয়েরা জিনসের কাপড় পরতে পারবে না এবং মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেনা। টাইম অব ইন্ডিয়ার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সেখানকার পঞ্চায়েতের প্রধান নরেশ চিকেত বলেন, মেয়েরা জিনস পরতে পারবেনা আর ছেলেরা বেশ হাফপ্যান্ট পরবে? হাফপ্যান্ট সমাজের জন্য একটা খারাপ উদাহরণ। তাই উক্ত গ্রামে ছেলেদের হাফপ্যান্ট পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (বিডি প্রতিদিন, ৩০ জুলাই ২০১৭)। তাহলে ৯২% মুসলমানের এই বাংলাদেশে কি করা উচিৎ?

২. চীন ও পাকিস্তান : চীনসহ পৃথিবীর বহুদেশ পর্ণোগ্রাফী নিষিদ্ধ করেছে। অনেক দেশ পর্ণোগ্রাফী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোবাইল কোম্পানীগুলোকে কঠোরভাবে মনিটর করে থাকে। সম্প্রতি পাকিস্তান ৪ লাখ পর্ণোসাইট বন্ধ করে দিয়েছে (আত-তাহরীক, ফেব্রু/১৬)। আমরাও এদেশের সকল মুসলিম জনতা সরকারের নিকট শিশু-কিশোরদরে চরিত্র বিধ্বংসী পর্ণোগ্রাফী ও বল্গাহীন অশ্লীলতা বন্ধের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি। আমরা এ সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা, অশ্লীল ও নোংরামী সব কাজ পরিত্যাগ করি। সুন্দর, সুস্থ, মার্জিত নৈতিকতাপূর্ণ ইসলামী জীবন গড়ি। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ও হোয়াটস এ্যাপ সহ সোসাল মিডিয়া ইসলামের প্রচার, প্রসার ও দাওয়াত দেওয়ার মত ভাল কাজের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করি।

উপসংহার :

কিশোর ও যুবসমাজ একটি দেশের চালিকা শক্তি। বৃদ্ধরা দেয় পথ নির্দেশনা। আর যুবগোষ্ঠীর কাঁধে চড়েই পরিবার সমাজ ও দেশ চলে। তাদেরকে মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, পর্ণোগ্রাফী আর পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির ঘুণে ধরা কাঠপোকায় শেষ হয়ে যাওয়া খাটের মত হতে দেওয়া যাবে না। তাদেরকে অনৈকিত পথ থেকে নীতি নৈতিকতার পথে ফিরিয়ে আনতে আমাদের সকলকে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

> অস্ত্রের জোরে আপনি সারা পৃথিবী জয় করতে পারেন, কিন্তু একটা মানুষেরও মন জয় করতে পারবেন না।
>
> *-ভলটেয়ার।*

ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে পানি পান

যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ভূমিকা : বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। একথা সবার জানা। ছোট্ট একটি শব্দ 'পানি' যা জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাদ্য উপাদান। আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে 'পানি' মানবসহ সমগ্র জীবের জন্য বিশাল এক নে'মত। ৬টি পুষ্টির মধ্যে পানি অন্যতম। কার্বোহাইড্রেড, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল-এর পরেই পানির স্থান। এটি শুধু তৃষ্ণা নিবারণের জন্যই নয়। বরং এখান থেকে আমরা জীবন ধারনের জন্য অক্সিজেনও লাভ করে থাকি। পানিতে রয়েছে ২টি পরমাণু; ২ ভাগ হাইড্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন। সকল প্রাণীর শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন অত্যাবশক। কেউ জ্বরে আক্রান্ত হলে হাদীছ অনুযায়ী মাথায় পানি ঢালার বিধানও প্রমাণিত হয়। আমরা প্রতিনিয়ত নানাবিধ কাজে পানি ব্যবহার করি ও পান করে থাকি। কিন্তু আমরা কখনো ভেবে দেখেছি কি এত সহজলভ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কিভাবে, কখন পান করতে হবে? বিষয়টি সহজলভ্য হলেও অন্যান্য খাদ্য খাওয়ার যেমন নিয়ম রয়েছে তেমনই নিয়ম রয়েছে পানি পানের। যার সঠিক জ্ঞান না থাকলে ঘটে যেতে পারে মৃত্যুসহ আরো জটিল ও কঠিন রোগের সূচনা। নিম্নে কুরআন-হাদীছ ও বিজ্ঞানের আলোকে পানি পানের কতিপয় নিয়ম তুলে ধরা হল-

পানি পানের নিয়মাবলী :

পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ পর্যালোচনা করলে পানি পানের ৫টি নিয়ম পাওয়া যায়। কুরআন ও হাদীছে একত্রে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত না হলেও বিভিন্ন নির্দেশনায় নিম্নোক্ত নিয়মাবলী পাওয়া যায়। যা ধারাবাহিকতার নিদর্শন হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। পানি পানের ৫টি নিয়ম যথাক্রমে-

১. পানপাত্র বা গ্লাস ডান হাতে ধরা।
২. বসে পান করা।
৩. পানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা।
৪. তিন নিঃশ্বাসে পান করা।
৫. পান শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা।

পর্যালোচনা :

১. পানপাত্র বা গ্লাস ডান হাতে ধরা :

পানি পানের শুরুতেই পাত্র ডান হাতে ধরতে হবে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। অথচ আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই এটা থেকে উদাসীন। ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ খাওয়ার সময় যেন তার ডান হাতে খায় এবং যখন পান করে তখনও যেন তার ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে পানাহার করে' *(আবুদাঊদ হা/৩৭৭৬)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

'তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে আহার করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে গ্রহণ করে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৬)*। উমর উবনু আবূ সালামাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি ছোট বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে ছিলাম। খাবার প্লেটে আমার হাত ছুটাছুটি করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ হে বৎস! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছের দিক থেকে খাও। এর পর থেকে আমি সবসময় এই নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম' *(বুখারী হা/৫৩৭৬)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্রতা অর্জন, জুতা পরিধান এবং চুল আঁচড়ানোতে সাধ্যমত ডান দিক থেকে শুরু করতেন' *(বুখারী হা/৫৩৮০)*।

২. বসে পান করা :

পানপাত্র ডান হাতে ধরার পর বসেই পান করতে হবে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম হা/২০২৪)*। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে বললেন, (থামো) লোকটি বলল, কেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার সাথে বিড়ালকে পান করতে দিব? লোকটি বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার সাথে যে পান করল তার চেয়েও নিকৃষ্ট অর্থাৎ সে শয়তান' *(সিলসিলা ছহীহহা হা/১৭৫)*।

তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে দাঁড়িয়ে পানের অনেক ক্ষতি রয়েছে। যেমন-

ক. পাকস্থলীর ক্ষতি : আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পাকস্থলীর দেয়ালে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। কারণ পানি অন্যান্য খাবারের মত হজম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় না, খাদ্যনালী দিয়ে সরাসরি পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছায়। ফলে দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পাকস্থলীর দেয়ালের ক্ষতি হয়। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পানির কোন পুষ্টিগুণ শরীরে শোষণ হয় না এবং উপস্থিত উপকারী খনিজ গ্রহণে দেহকে বাধা দেয়।

খ. মূত্রথলির ক্ষতি : দাঁড়িয়ে পান করার ফলে পানির প্রবাহ দ্রুত হয়। চাপ বেশী পড়ে। ফলে মূত্রথলিতে শরীরের দূষিত পদার্থ সরাসরি গিয়ে জমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যা কিডনি বা বৃক্কের জন্য ক্ষতিকর।

গ. ব্যথা : শারীরিক গঠনকেও প্রভাবিত করতে পারে। কারণ দাঁড়িয়ে পান করার সময় ঐ পানি পুরো শরীরের উপর চাপ

প্রয়োগ করে। ফলে হাঁটু সহ হাড়ের জোড়ে ব্যথা হতে পারে।

ঘ. অ্যাংজাইটি লেভেল বেড়ে যায় : একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, দাঁড়িয়ে পানি পান করলে একাধিক নার্ভে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ফলে কোন কারণ ছাড়াই মানসিক চাপ বা অ্যাংজাইটি বাড়তে শুরু করে।

ঙ. বদ-হজম হওয়ার আশংকা বাড়ে : বসে পানি পান করলে পেটের অন্দরের সর পেশী এবং নার্ভাস সিস্টেম অনেক বেশী রিল্যাক্সিং স্টেটে থাকে। ফলে হজম ক্ষমতা বিগড়ে যাওয়ার আশংকা একেবারে কমে যায়। কিন্তু কেউ যদি দাঁড়িয়ে কিছু খায় বা পান করে তাহলে একেবারে উল্টা ঘটনা ঘটবে। ফলে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠার আশংকা বৃদ্ধি পায়।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সচারাচর বসেই পানাহার করতেন। তবে ওযর বশতঃ তিনি দাঁড়িয়ে ও বসে উভয় অবস্থায়ই পানি পান করেছেন বলে প্রমাণিত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন' *(বুখারী হা/৫৬১৭)*। আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যমযমের পানি সম্পর্কে বলেন, 'উহা বরকতময় পানি। উহা খাদ্যের কাজ করে' *(মুসলিম হা/২৪৭৩)*।

৩. পানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা :

ডান হাতে পানির পাত্র নেওয়ার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে পান শুরু করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ আহার করতে বসলে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে খাবার শুরু করে। সে যতি প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ *বিসমিল্লা-হি আউয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ* (আল্লাহ্র নামে এর শুরু ও শেষ) *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭)*। উমর বিন আবূ সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমার আহার অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, মহামহিম আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর' *(ইবনু মাজহ হা/৩২৬৫)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছয়জন ছাহাবী সহ আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে সমস্ত খাদ্য দু'গ্রাসে শেষ করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করতো তাহলে এখাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত। অতএব তোমাদের কেউ আহার গ্রহণ কালে সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। সে যদি আহার গ্রহণের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে, *বিসমিল্লা-হি ফী আউয়ালিহি ওয়া আ-খিরিহি' (ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময়

আল্লাহ্র নাম নিলে শয়তান (তার সঙ্গীদের) বলে, রাতে এখানে তোমাদের থাকা-খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্র নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, তার সাথীদের তোমরা থাকার স্থান পেলে। সে যখন খাবার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে না তখন শয়তান বলে, তোমার রাতে থাকার ও খাওয়ার দুটোই সুযোগ পেলে' *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৫)*।

৪. তিন নিঃশ্বাসে পান করা :

আল্লাহ্র নাম নিয়ে তিন নিঃশ্বাসে পান করতে হবে। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাত্র হতে পানি পানের সময় তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। তিনি বলতেন এভাবে পান করা অধিক স্বাচ্ছন্দকর ও তৃপ্তিদায়ক' *(তিরমিযী হা/১৮৮৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন' *(তিরমিযী হা/১৮৮৮)*। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ফুঁ দিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। একজন বলল, পানির পাত্রে ময়লা দেখতে পেলে? তিনি বললেন, তা ঢেলে দাও। লোকটি বলল, আমি এক নিঃশ্বাসে তৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন, পাত্রটিকে নিঃশ্বাসের সময় তোমার মুখ হতে সরিয়ে রাখ' *(তিরমিযী হা/১৮৮৭)*।

কারণ বিশ্লেষণ : মানুষ তার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে আল্লাহ্র অনেক নে'মত উপভোগ করে থাকে। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করার ক্ষেত্রে গাছের সাথে উভয়ের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- মানুষ গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে কার্বনডাই অক্সাইড। গাছ গ্রহণ করে কার্বনডাই অক্সাইড আর ত্যাগ করে অক্সিজেন। মানুষ গ্রহণ করে গাছের নিকট হতে একেবারে নির্মল, সচ্ছ বায়ু অক্সিজেন, যা দেহের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষ যা ত্যাগ করে তা মানবদের ক্ষতিকর। আর এই দূষিত বায়ু কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে গাছ। তাই যখন পানপাত্রে নিঃশ্বাস পড়বে তখন পানি দূষিত হয়ে যাবে। এই দূষিত পানি পানের ফলে আমাদের পেটের ভিতর নানাবিধ রোগের জন্ম নিবে। কাজেই শরী'আতের হুকুম পালনের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

এছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞান পানি পানের সময় আরো কতিপয় নিয়ম মেনে চলার কথা বলেছে। যেমন-

ক. পানি পানের সময় ছিপ ছিপ করে বা চুমুক দিয়ে অল্প অল্প পান করা।

খ. একবার মুখে পানি নিয়ে নূন্যতম ৩০ সেকেণ্ড রেখে লালাসহ পান করা।

গ. দুই ঢোকের মাঝে ৩০ সেকেণ্ড ব্যবধান রাখা।

৫. পানি পান শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা :

সর্বশেষ আল্লাহ্র নে'মত পান শেষে শুকরিয়া আদায় করা। কেননা পানি মানুষের জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বলা যায় খাদ্যের চেয়ে পানির গুরুত্ব অনেক বেশী। শুধুমাত্র পানি পানের ফলে একজন মানুষ দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে পারে। যেমনটি শিক্ষণীয় হিসাবে কিছুদিন আগে থাইল্যান্ডে একটি গুহায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সেখানকার স্থানীয় একদল কিশোর ফুটবল দল বেড়াতে গিয়ে ২৩ জুন থেকে ১০ই জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ দিন মোট ১৩ জন গুহার মধ্যে আটকা পড়ে। শুধুমাত্র বন্যার পানি পান করেই তারা বেঁচে ছিল। যা আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহ। অবশ্য তারা সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের নিজ ধর্মীয় বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ৯ দিন শুকরিয়া স্বরূপ প্রার্থনা করে। নে'মতের শুকরিয়া আদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেয়। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'বলুন, (হে হঠকারী নেতারা!) তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তোমাদের (যমযম) পানি ভূতলের গভীরে চলে যায়, তাহ'লে কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি?' (মুলক ৬৭/৩০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এমন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খেয়ে এর (খাবারের) জন্য তাঁর প্রশংসা করে অথবা পান করে এর (পানীয় বস্তুর) জন্য তাঁর প্রশংসা করে' *(মুসলিম হা/২৭৩৪)*।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে পানি পানের পরিমাণ :

আমাদের খাদ্য তালিকায় বিশুদ্ধ পানি পরিমিত পরিমাণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের প্রতিটি সেল সতেজ হওয়ার জন্য পানি একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে শরীরের ওযন, উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী পানি পানের ভিন্ন থাকে। সাধারণত একজন সুস্থ ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক আড়াই থেকে সাড়ে তিন লিটার পানি পান করা আবশ্যক। যারা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জন্য ৩ থেকে সাড়ে ৩ লিটার এবং যারা এসিতে বা ছায়ায় থাকে তাদের জন্য ২ থেকে ২.৫ লিটার পানি পান প্রয়োজন।

পানি পানের উত্তম সময় :

পানি কখন পান করতে হবে আর কখন হবে না এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অতীব যরূরী। কারণ নিয়ম বহির্ভূত

পানি পান করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই যে, অনেকে পানিতে ডুবে মারা যায়। কারণ এটি তার মাত্রাতিরিক্ত পানি পানের ফল। এক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কুলি করার পর ব্রাশ করার পূর্বেই খালি পেটে ২/৩ গ্লাস পানি পান করা অনেক ভাল। আয়ুর্বেদে মুখের লালাকে হিরার চেয়েও মূল্যবান পদার্থ বলা হয়েছে। কেননা পেটের ভিতর যে হাইড্রোগ্লসিক এসিড আছে তা বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে। তাই একে ধ্বংস করতে বা প্রতিকার স্বরূপ ভাল কাজ করে। এছাড়া খাবার শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে ও খাবার শেষে ৩০-৬০ মিনিট পরে পানি পান করতে হবে। খাবার সময় বা খাবার পরপরই কেউ যদি পানি পান করে তবে তা শরীরে কোন পুষ্টি লাভ করে না। বরং বিষের চেয়েও ক্ষতিকারক হিসাবে কাজ করে। তবে খাবার গলায় বেধে গেলে অল্প পরিমাণে পান করা যেতে পারে। এছাড়া পেশাব করার পর যতটুকু শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে সমপরিমাণ পানি পান করতে হবে। হেঁটে আসার কিছুক্ষণ পর, গোসলের পূর্বে ১ গ্লাস, ঘুমানোর পূর্বে ১ গ্লাস পানি অথবা দুধ পান করা ভাল।

পানি পানে সাবধানতা : পানি পানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য যরূরী-

১. ফ্রিজের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি পান না করা।

২. বরফ মেশানো পানি পান না করা।

৩. দাঁড়িয়ে পান না করা।

৪. পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা।

৫. খাবারের মাঝে পানি পান না করা।

৬. এক সাথে ঢক ঢক করে পান না করা।

উপসংহার :

ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান পালনের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা অনুধাবন করতে না পারলেও আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির অকল্যাণের জন্য কোন বিধান দেন না। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, বহু কাল পূর্বে নিরক্ষর নবী (ছাঃ) যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা দীর্ঘ শতাব্দীর পর বর্তমান বিজ্ঞান তাদের দৃষ্টিতে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামের বিধানের সত্যতা আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় উন্মোচিত হচ্ছে। তাই সুস্থ ও সুন্দর জীবনের আশায় আমরা আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী পানি পান করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

সোনামনি
একটি ফুটন্ত গোলাপের নাম

দয়া

আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৪র্থ বর্ষ
দাওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা :

দয়া একটি মহৎগুণ। উন্নত চরিত্র গঠনে দয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। দয়া নামক এই গুণটি গ্রহণ করে একজন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকল অঙ্গনে উচ্চ মার্যদার আসনে সমাসীন হতে পারেন। আবার দয়াহীন রূঢ় আচরণের ব্যক্তিকে সকলেই খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। কেউ তাকে সমাদর করে না, ভালবাসে না ও কাছে টেনে নেয় না। অন্য দিকে নির্দয় ব্যক্তির জন্য পরকালীন জীবনে রয়েছে শাস্তি। ফলে দয়া ছাড়া একজন ব্যক্তির পরিণাম শূন্য। সুতরাং সোনামণিদের উন্নত চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে দয়া নামক গুণটির চর্চা করা যরূরী। এটা তার জীবনে সুদূর প্রসারী কল্যাণ বয়ে আনবে।

দয়ার আভিধানিক অর্থ :

দয়ার আরবী শব্দ رِفْقٌ যার অর্থ সহানুভূতি, বন্ধুত্বপূর্ণ ও কোমল আচরণ *(লিসানুল আরব ১০/১১৮)*।

দয়ার পারিভাষিক অর্থ :

ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, 'দয়া হল কথা ও কাজে নমনীয়তা আনায়ন করা এবং মহান কাজটি গ্রহণ। আর তা কঠোর আচরণের বিপরীত' *(ফাতহুল বারী ১০/৪৪৯)*। কারী (রহ.) বলেন, কোমলতার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহজ ও সাবলীল ব্যবহার করা যাতে তা সহজ হয় *(মিরকাতুল মাফাতীহ ৮/৩১৭০)*।

দয়া একটি গুণগত বৈশিষ্ট্য। যা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশেষ করে ছোট্ট সোনামণিদের প্রতি দয়ার প্রতিফলন অধিক পরিমাণে করতে হবে। এতে পারিবারিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনে এর ব্যবহার যরূরী। নিম্নে এরই একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

শিশুকে দুধ দেওয়া :

ইসলামে একটি শিশুর অধিকার হল, সে তার মাতার নিকট থেকে দুধ পাবে। যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয় তখন মাতা শিশুকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করে অথবা পিতা সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চায়। ফলে এর সমাধান ও শিশুর হক যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য মহান আল্লাহ বলেন, 'জন্মদাত্রী মাতাগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। সাধ্যের অতিরিক্তি কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আর সন্তানের কারণে প্রসূতি মাকে এবং জন্মদাতা পিতাকে

ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। উত্তরাধিকারীদের প্রতিও একই বিধান। তবে যদি পিতা-মাতা পরস্পরে সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে বাচ্চার দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের উপর কোন দোষ বর্তাবে না। আর যদি তোমরা অন্যের কাছে তোমাদের সন্তানদের দুধপান করাতে চাও, তাহলে তাকে সমর্পণের সময় ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু প্রদান করায় কোন দোষ নেই। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ১/২৩৩)*।

এটা শিশু সন্তানের উপর পিতা-মাতার দয়া। যা একান্ত অপরিহার্য। উম্মু কায়স বিনতে মিহসান (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এমন একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এলেন যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তার উপর ছিটে দিলেন এবং ধৌত করলেন না *(বুখারী হা/২২৩; মুসলিম হা/২৮৭)*। সুতরাং কোন মুহূর্তেই পেশাবের কারণে শিশুদের উপর রাগান্বিত হয়ে তাদের বকাঝকা বা প্রহার করা যাবে না। এজন্য ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, উত্তম আচরণের চিহ্ন হল, কোমলতা, বিনয়ী, শিশুদের প্রতি দয়া ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়া *(মুসলিমের ব্যাখ্যার ৩/১৯৫ পৃ.)*।

শিশুদের সাথে মেশা ও তাদের কথা মনোযোগসহ শোনা :

শিশুদের সাথে দয়াপরবশ হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল তাদের ছোট ছোট কথাগুলো শোনা ও তারা যেভাবে চায় সেভাবে তাদের সাথে আচার ব্যবহার করা। যেমন মদীনাবাসীদের কোন এক দাসী রাসূল (ছাঃ)-এর হাত ধরে যেখানে চাইত নিয়ে যেত। আর তিনিও তার সাথে চলে যেতেন' *(বুখারী হা/৬০৭২)*।

শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও চুম্বন করা :

কোমলমতি শিশুদের সাথে সকল ক্ষেত্রে সহনশীল হতে হবে। তাদের কাছে টেনে নিতে হবে। একদা রাসূল (ছাঃ) হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে চুম্বন করলেন। সে সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনু হাবিস উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমার ১০টি পুত্র আছে আমি তাদের কাউকে কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, যে দয়া করে না সে দয়া পায় না' *(বুখারী হা/৫৯৯৭; মুসলিম হা/২৩১৮)*। এক বেদুঈন নবী (ছাঃ) এর নিকট এসে বললেন, আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা তাদের চুম্বন করি না। নবী (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় হতে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে তোমার উপর আমার কি কোন অধিকার আছে? *(বুখারী হা/৫৯৯৮)*।

শিশুদের কোন কাজেই বিরক্ত না হওয়া :

অবুঝ শিশু আপনার সাথে এমন আচরণ করল যা আপনি পসন্দ করেন না। সে ক্ষেত্রে তাকে মারা বা ধমকানো যাবে না। বরং তাকে উত্তমটি শিখিয়ে দিতে হবে। যেমন উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনালেন এবং তার উপর ঢেলে দিলেন। অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, 'যদিও মদীনার কোন কন্যা শিশু আসত অতঃপর সে রাসূল (ছাঃ)-এর হাত ধরত। আর তিনি তাঁর হাতকে ঐ কন্যা শিশুর কাছ থেকে খুলে নিতেন না যতক্ষণ না সে কোন দিকে হাটত বা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিত' *(আহমাদ ৩/১৭৪)*। উল্লিখিত হাদীছগুলো দ্বারা শিশুদের সাথে কেমন আচরণ হবে তা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ও শাস্তির ক্ষেত্রে দয়া :

ইসলাম শিশুদের সাথে কোমল, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও দয়াপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। তথাপি শিক্ষা ও কোন অপরাধ থেকে শিশু-কিশোরকে রক্ষার জন্য তাদের দিকে আড় চোখা তাকানো, ধমক দেওয়া, হালকা শাস্তির ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

[চলবে]

হাদীছের গল্প

হে যালেম সাবধান হও!

হাবীবুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

হক বা অধিকার দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমত আল্লাহ্র হক যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ্র হক বান্দা নষ্ট করলে আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন। দ্বিতীয়ত বান্দার হক যা বান্দার সাথে সম্পর্কিত। যদি কেউ বান্দার হক নষ্ট করে তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। বরং বান্দার কাছেই ক্ষমা নিতে হবে। দুনিয়াতে ক্ষমা নেওয়া সহজ। কিন্তু পরকালে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। যা নিম্নের হাদীছ থেকে বুঝা যায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গণীমত খিয়ানত করা যে মারাত্মক অপরাধ এবং তার পরিণাম যে খুব ভয়াবহ, এ সম্পর্কে নছীহত করার পর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পায় যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি উটসহ উপস্থিত হয়ে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন! আর আমি বলব, আজ আমার কিছু করার নেই। আমি

তো আল্লাহ্র বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে ক্বিয়ামতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি ছাগল বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন! আমি বলব, আমার কিছু করার নেই। আমিতো আল্লাহ্র বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে ক্বিয়ামতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি মানুষ বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন! আমি বলব, আমার করার কিছু নেই। আমিতো আল্লাহ্র বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে ক্বিয়ামতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর এলোমেলো কাপড়ের টুকরাসমূহ বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন! আমি বলব, আমার কিছু করার নেই। আমিতো আল্লাহ্র বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে ক্বিয়ামতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পায় যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর জড়ো সম্পদ বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন! আমি বলব, আমার কিছু করার নেই। আমিতো আল্লাহ্র বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি' *(বুখারী হা/৩০৭৩; মুসলিম হা/১৮৩১; মিশকাত হা/১৮৬৯)*।

শিক্ষা :

১. *ক্বিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রাসূল (ছাঃ)ও যালেমের ব্যাপারে কোনই সহযোগিতা করতে পারবেন না। বরং মাযলূমকে যালেমের নেকী দিয়ে বুঝ দেওয়া হবে।*

২. *দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু অন্যায়ভাবে ভোগ-দখল করবে, ক্বিয়ামতের দিন তা তাকে বহন করতে হবে। অথচ কেউ তা বহন করতে সক্ষম হবে না।*

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

জানাযার দো'আ

অনেকগুলো দো'আর মধ্যে নিম্নের দো'আটি সুপরিচিত।-

১. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ-

(১) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়েনা ওয়া মাইয়েতেনা ওয়া শা-হেদেনা ওয়া গা-য়েবেনা ওয়া ছাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উনছা-না, আলা-হুম্মা মান আইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্‌য়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওফ্‌ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্‌তিন্না বা'দাহূ।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দো'আ করার) উত্তম প্রতিদান হতে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৭৫)*।

(২) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে। যেমন–

২. اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ -

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লা-হূ ওয়ারহামহু ওয়া 'আ-ফিহি ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মাদ্‌খালাহূ; ওয়াগ্‌সিলহু বিলমা-এ ওয়াছ্‌ছালজে ওয়াল বারাদে; ওয়া নাক্বক্বিহি মিনাল খাত্বা-য়া কামা ইউনাক্বক্বাছ্ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্ দানাসি; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রান মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহী; ওয়া আদখিল্‌হুল জান্নাতা*

ওয়া আ'ইযহু মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে ওয়া মিন 'আযা-বিন না-রে।

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হতে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব হতে ও জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন' *(মুসলিম হা/২২৩৪, মিশকাত হা/১৬৫৫)।*

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২১৮-২২০)।

হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকট বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'

(মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪)।

গল্পে জাগে প্রতিভা

মরণ চির সত্য

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

তাহমীদ তাওহীদের একমাত্র আদরের পুত্র সন্তান। তাওহীদ তার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে কোন মতে দিনাতিপাত করেন। পেশায় তিনি দিন মজুর। পিতার কাছ থেকে ওয়ারিছ সূত্রে ১ বিঘা জমি ও দু'টি ছাগল পেয়েছিলেন তিনি। এদিয়ে সংসারের খরচ ও সন্তানের পড়ালেখা চালাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কিন্তু কি করবেন? কোন উপায় নেই। এভাবেই চলতে চলতে থেমে গেল সংসারের গড়ন্ত চাকা। নেমে আসলো বিপদের ঘনঘটা। আদরের নয়নমণি তাহমীদের কঠিন সমস্যা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় ক্লিনিকে। চিকিৎসকগণ দেখে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, আপনার সন্তানকে বাঁচাতে হলে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। তাই তাকে নিয়ে যান শহরের সরকারী মেডিকেলে। কি করবেন তাওহীদ! হাতে টাকা নেই। সন্তানকে বাঁচাতে হবে। ছুটে গেলেন দূর সম্পর্কীয় মামাতো ভাই তাহসীনের কাছে। তিনি ঐ গ্রামের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। গিয়ে বললেন, ভাই আমি খুব বিপদে পড়েছি। ছেলের কঠিন

সমস্যা। সরকারী মেডিকেলে ভর্তি করাতে হবে, ২০ হাযার টাকা প্রয়োজন। তাহসীন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তা করো না আল্লাহই তোমার সন্তানকে সুস্থ্যতা দান করবেন। এই বলে ২০ হাযার টাকা দিলেন। তাওহীদ টাকা নিয়ে সন্তানকে দ্রুত মেডিকেলে ভর্তি করালেন। কিন্তু সমস্যা আরো কঠিন হয়ে গেল। চিকিৎসকগণ বললেন, আপনার সন্তানের অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক। আমাদের দ্বারা তার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। আপনি তাকে রাজধানীর সরকারী মেডিকেলে নিয়ে যান। তাওহীদের বিপদ আরো কঠিন হয়ে গেল। ২০ হাযার টাকায় রাজধানীর মেডিকেল! এতে তো কিছুই হবে না। ফিরে আসলেন বাড়ীতে। পিতার কাছ থেকে পাওয়া ১বিঘা জমি ৭০ হাযার টাকার বিনিময়ে ৫ বছরের জন্য বর্গা দিলেন। টাকা নিয়ে তাহমীদকে রাজধানীর মেডিকেলে ভর্তি করা হল। বিপদ আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হল। চিকিৎসকগণ বললেন, আপনার ছেলের কিডনির সমস্যা। ১টি অকেজো আর অন্যটি কোন মতে কাজ করছে। তাকে বাঁচাতে হলে অতি দ্রুত ১টি কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হবে। খরচ হবে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। যেতে হবে বিদেশে সিঙ্গাপুর। কোথায় পাবেন এতো টাকা। স্বামী-স্ত্রী দু'জন পরামর্শ করে পিতার কাছ থেকে পাওয়া জমিটুকু বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কিডনি কে দিবেন? স্বামী নাকি স্ত্রী! স্ত্রী বললেন, আপনি বিভিন্ন কাজকর্ম করে সংসার চালান। কিডনি দিলে সংসার চলবে কিভাবে? তাই আমি আমার দু'টি কিডনি দিয়ে হলেও আমার সন্তানকে বাঁচাব। তাওহীদ স্ত্রীর সম্মতি পেয়ে সন্তানকে নিয়ে গেলেন সিঙ্গাপুর মেডিকেলে। ভর্তি করা হল কিডনি বিভাগে। সন্তানের দেহে মায়ের কিডনি স্থাপন করা হল। কিন্তু হায়! মানুষের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে আর কি কিছু করার থাকে। চলে গেল তাহমীদ না ফেরার দেশে। আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি সময়সীমা রয়েছে। যখন তাদের সেই মেয়াদ এসে যাবে, তখন সেখান থেকে এক মুহূর্ত পিছাবেও না আগাবেও না' *(আ'রাফ ৭/৩৪)*।

শিক্ষা :

১. *মানুষের আয়ু নির্ধারিত। সময় শেষ হয়ে গেলে প্রভুর ডাকে সাড়া দিতেই হবে। বিকল্প কোন পথ নেই।*

২. *পিতা-মাতা জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হলেন, এমনকি মা নিজ দেহ থেকে কিডনি দিয়েও সন্তানকে বাঁচাতে পারলেন না।*

৩. *আমরা সন্তাতকে সুস্থ্য রাখার জন্য যত ত্যাগ স্বীকার করি তার পরকাল সুন্দর করার জন্য তা করি কি?*

৪. *দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'তোমরা সম্পদ আহরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে প্রত্যেকটি পাথর উল্টিয়ে আঁচড়ে দেখছো; কিন্তু যাদের জন্য তোমাদের সমস্ত জীবনের কঠোর শ্রমের ফল রেখে যাবে, সেই সন্তাদের যথার্থভাবে মানুষ করার জন্য কতটুকু সময় ব্যয় করছো?'।*

চেষ্টার ফল

আযীযুর রহমান
নাটোর।

এক উচ্চ শিক্ষিত নম্র-ভদ্র আচরণের অধিকারী গ্রাম্য ছেলে আব্দুল্লাহ। পড়ালেখা শেষ করার পর সরকারী প্রতিষ্ঠানে আবেদনের প্রেক্ষিতে তার চাকুরী হয় বটে কিন্তু সূদ, ঘুষ ও অবৈধ লেনদেনের কারণে বেশী দিন থাকা হয়না। অবশেষে চাকুরী ছেড়ে গ্রামে চলে আসতে বাধ্য হয়। ছাত্র জীবন থেকেই তার স্বপ্ন ছিল শিক্ষকতা করার। তাই সে তার পিতার সাথে পরামর্শ করল। তার পিতা তাকে আশ-পাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন। ফলে আব্দুল্লাহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদরাসা খোলার পরামর্শ চাইল। এতে কেউ তাকে উৎসাহ দিল আবার কেউ তাকে নিরুৎসাহিত করল। তারপরও সে তার অদম্য সাহস আর কয়েকজন কর্মঠ ও দক্ষ বন্ধুকে নিয়ে 'সোনামণি মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করল। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হল। আব্দুল্লাহ মনোবল না হারিয়ে অল্প সংখ্যক ছাত্রকে নিয়েই তার মিশন শুরু করল। ছাত্রদেরকে একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী আদব-কায়েদা শিক্ষা দিতে থাকল। এতে করে এলাকায় একটি পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল। আর বছর শেষে শিক্ষার্থীরা এত ভাল রেজাল্ট করল যে, তার মাদরাসা যেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হল। পরের বছরের শুরুতে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হল তার মাদরাসায়। ফলে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হল না।

শিক্ষা :

১. *মনোবল না হারিয়ে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব।*

২. *ইচ্ছা শক্তি মানুষের সব চাইতে বড় শক্তি। ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় ভরসা রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। তবেই সফলতা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।*

কর্মহীন ধর্মের কোন মূল্য নেই, ধর্মহীন কর্মেরও কোন মূল্য নেই।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

কবিতাগুচ্ছ

সোনামণির গুণাবলী

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

এসো সোনামণি!
শপথ করি আজ,
নিয়ম মেনে চলবো মোরা
করবো ভাল কাজ।

আযান হলে আর সবে নয়
ছালাত পেতে তাড়া,
সব ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে
জামা'আতে দিবো সাড়া।

ছোটদের স্নেহ-প্রীতি
বড়দের সম্মান,
নবীর পথে চলে মোরা
হবো সফলকাম।

শিক্ষাগুরুর কথা মেনে
চলবো মোরা সদা,
মিথ্যা নয়, ছল নয়
পালন করবো ওয়াদা।

সালাম দিব মুসলমানকে
একটু মুচকি হেসে,
সকল গুনাহ মাফ করবেন
আল্লাহ ভালবেসে।

ঘুমের পূর্বে মিসওয়াক আর
সকালে হালকা ব্যায়াম,
সু-স্বাস্থ্য থাকবে অটুট
খুলবে মেধার জ্যাম।

নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক
অধ্যয়নে থাকি,
স্কুল যাবো সময় মত
দিব নাকো ফাকি।

অনুগত থাকবো মোরা
সকল গুরুজনে,
সেবা আর ভালবাস
রাখবো মনে প্রাণে।

তর্ক, ঝগড়া, মারামারি
করবো নাকো আর
টিভি-সিনেমার বাজে অনুষ্ঠান
করবো পরিহার।

প্রতিবেশী আর আত্মীয়ের সাথে
সুন্দর ব্যবহার
খুশি হয়ে আল্লাহ মোদের
দিবেন উপহার।
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে
কাজে দিব মন,
বিসমিল্লাহতে সকল কাজের
করবো উদ্বোধন।

আযান হলে না ঘুমিয়ে
ছুটবো ছালাতে,
ছালাত শেষে ১৫ মিনিট
থাকবো তেলাওয়াতে।

সাহায্য চাই প্রভু তোমার
সকাল, বিকাল, সাঁঝে,
ব্যস্ত রাখো তুমি মোদের
এই গুণের মাঝে।

সোনামণি সংগঠন

আব্দুল বারী, ছানাবিয়া, ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

গোলাপের মত সুগন্ধ মোদের
কর্মসূচী চার,
রাসূলের আদর্শ দিয়ে মোরা
করি সমাজ সংস্কার।
নীতিবাক্য পাঁচটি মোদের
গুণাবলী দশ,
এরই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে
বাড়াবো মোদের খ্যাতি ও যশ।
সোনার মত চকচকে মোরা
মণির মত জ্বলি,
রাসূলে আদর্শে যেন জীবন গড়তে পারি
মোরা সদা এই কামনাই করি।

আহ্বান

মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম
লালবাগ সদর, দিনাজপুর।

এসো এসো সোনামণি!
মাদরাসাতে যাই
কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করে
জীবনটা গড়াই।
সঠিক শিক্ষা নিয়ে
গড়ব সুন্দর দেশ,
থাকবে না হানাহানি
হিংসা বিদ্বেষ।
পিতা-মাতার ভাল কথা
মেনে চলতে চাই
পরকালে জান্নাত পাবো
এই যে আশায়।

আল্লাহ আমার রব

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আল্লাহ আমার প্রতিপালক
আল্লাহ আমার রব,
এই পৃথিবীর মালিক তিনি
তাঁরই হাতে সব ॥
তাঁকেই মোদের স্রষ্টা জেনে
তাঁর নবীকে রাসূল মেনে
সফলতা সম্ভব ॥
পাপসাগরে কভু যদি
যাই হারিয়ে ভুলে,
তওবা নায়ের পাল উড়িয়ে
আসব ফিরে কূলে।
পাপের সাথে আমরা কভু
রাখবনা সংশ্রব ॥
জীবন গাছের পাতাগুলো
পড়বে যেদিন ঝরে,
বিরান হয়ে এই পৃথিবীর
সবই রবে পড়ে।
মরণের স্বাদ সেদিন
সবাই করব অনুভব ॥

সময় চলে যায়

রাক্বীবুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

পড়ার সময় পড়তে বস
খেলার সময় খেলো,
বাইরে আর থেকো না তুমি
যখন নিভে আলো।
জ্ঞান গৃহে ঘুরে বেড়াও
জ্ঞানের সাধনায়,
জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দাও
সারা বিশ্বময়।

যোগ্য যেন হতে পারো
এই পৃথিবীর তরে,
সম্মানী হবে তুমি
পাড়ি দিয়ে পরপারে।
সময় নেই সময় নেই
সময় চলে যায়
কাল বিলম্ব না করে
পড়তে বস তাই।
তোমরা সকল সোনামণি
দেশের নয়নমণি
সব তামাশা বাদ দিয়ে
পড়া শুরু কর এক্ষণি।

প্রভুর প্রশংসা

নাজমুন্নাহার, দাওরা শেষ বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নিখুঁত এই ধরনী করেছেন প্রভু সৃষ্টি
অসংখ্য নে'মতে ভরা যেদিকে দেয় দৃষ্টি।
নিখুঁত আসমান-যমীন নিখুঁত যে সব কিছু
প্রভুর প্রশংসায় মোরা পড়ছি কেন পিছু।
অসংখ্য তার নে'মতে পাইনা কোন ভুল
বড় বড় সাগর নদী দেখিনা কোন কূল।
বনজঙ্গলে পশু পাখি কিচির মিচির করে
প্রভুর শুকরিয়ায় সব মশগুল হয়ে পড়ে।
সৃষ্টির সেরা মানব জাতি স্রষ্টাকে ভুলে থাকি
সেরা হয়েও মহান প্রভুকে করিনা ডাকাডাকি।

বিশাল বিশাল দালান কোঠা বিলাশ বহুল গাড়ি
সব ছেড়ে পরকালে দিতে হবে পাড়ি।
গুণাগুণ হবে না শেষ যত দেখি তার নে'মতে
একদিন এই মাটিতে সংঘটিত হবে কিয়ামত।
এখনো সময় আছে ফিরে আসি সত্য পথে
তওবা করে পাপ, করি সব ছায়
মগ্ন হই প্রভুর প্রশংসায়।

এ ক টু খা নি হা সি

মশা মারা

সাবিহা ইয়াসমীন, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : জানো বন্ধু একটা সামান্য মশা মারার কারণে আজ আমার চাকুরী চলে গেল।

২য় বন্ধু : বল কি! একটা মশা মারার কারণে?

১ম বন্ধু : হ্যাঁ, সত্যই বলছি।

২য় বন্ধু : তোমার বস এতো রাগি।

১ম বন্ধু : কিন্তু মশাটাতো বসেছিল বসের গালে।

শিক্ষা : *বস ও বড়দের সাথে আচার-ব্যবহারে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় বিপদে পড়তে হবে।*

সামনে স্কুল ধীরে চলুন

শামীমা আখতার
ডক্টরস মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল
বহরমপুর, রাজশাহী।

শিক্ষক : স্কুলে আসতে তোমার দেরী হল কেন?

ছাত্র : স্যার আমি নিয়ম মেনে চলি তাই।

শিক্ষক : অবাক কথা! তুমি তো স্কুলে দেরী করে এসে নিয়ম ভঙ্গ করেছ। তোমার জরিমানা হয়েছে।

ছাত্র : স্যার! দয়া করে জরিমানা করবেন না। আগে আমার কথা শুনুন।

শিক্ষক : কী এমন কথা বল?

ছাত্র : স্যার স্কুলে আসতে রাস্তার পাশে বড় আকারে বোর্ডে লিখা আছে 'সামনে স্কুল ধীরে চলুন' তাইতো ধীরে ধীরে আসতে গিয়ে আমার দেরী হয়ে গেল।

শিক্ষা : *বোর্ড বা ব্যানার পড়ে বুঝে কাজ করতে হবে। কেননা সকল নির্দেশনা সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়।*

বোকার কাণ্ড

আবু বকর ছিদ্দীক, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শফীক একদিন রেল লাইনের উপর শুয়ে আছে।

রফীক : কি শফীক তুমি ট্রেনের লাইনের উপর শুয়ে আছো কেন? ট্রেন আসলে তো মারা যাবে।

শফীক : কী বল! কিছুক্ষণ আগে আমার উপর দিয়ে ২টি প্লেন গেল তাতে কিছু হল না। আর এতো সামান্য একটা ট্রেন।

শিক্ষা :

প্লেন আর ট্রেন এক নয়। তাই অবস্থা বুঝে কাজ করতে ও ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া লোকমান হাকীম বলেন, আমি আহমকের (বোকার) কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করি। অর্থাৎ তার বিপরীত করি। তাই আমাদেরকেও বোকার বিপরীত কাজ করতে হবে।

আমার দেশ

চাটমোহর শাহী মসজিদ

মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অবস্থান :

চাটমোহর শাহী মসজিদ বাংলাদেশের একটি প্রাচীন মসজিদ। এটি পাবনা যেলার চাটমোহর উপযেলা হতে আনুমানিক ২০০ গজ দূরে বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এক সময়ে মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এটিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করে। বর্তমানে এটি একটি সংরক্ষিত ইমারত। মসজিদটিতে তুঘরা লিপিতে উৎকীর্ণ একটি ফারসী শিলালিপি ছিল। বর্তমানে শিলালিপিটি রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

ইতিহাস :

ইতিহাস বলে পাবনার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র চাটমোহর একদা ছিলো

মোঘল-পাঠানদের অবাধ বিচরণভূমি। আর সে সময়ে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে মাছূম খাঁ কাবুলী নামের সম্রাট আকবর এর পাঁচহাযারী এক সেনাপতি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই আজকের চাটমোহর শাহী মসজিদ। বইপত্রে যা এখনো মাছূম খাঁ কাবুলীর মসজিদ বলেই উল্লেখ রয়েছে।

বিবরণ :

মসজিদটির ভেতরে দৈর্ঘ্য ৩৪ হাত, প্রস্থ ১৫ হাত, উচ্চতা প্রায় ৩০ হাত। ক্ষুদ্র পাতলা নকশা খচিত লাল জাফরী ইটে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদের দেয়ালটি সাড়ে চার হাত প্রশস্থ।

তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির সামনে ইদারার গায়ে কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ লিখিত একখণ্ড কালো পাথর এখনো প্রোথিত।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

সংগ্রহে : মাযহারুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➲ রেডিও কে আবিষ্কার করেন?

উ : জি. মার্কনি।

➲ উড়োজাহাজ কে আবিষ্কার করেন?

উ : উইলভার রাইট এবং অরভিল রাইট (দুই ভাই)।

➲ বৈদ্যুতিক বাতি কে আবিষ্কার করেন?

উ : টমাস আলভা এডিসন।

➲ চাঁদে প্রথম অবতরণ করেন কে?

উ : নীল আর্মস্ট্রং।

➲ কোন নদীতে মাছ নেই?

উ : জর্ডান।

➲ মানুষের শরীরে কয়টি হাড় আছে?

উ : ২০৬টি।

➲ বুকের দুপাশে কয়টি হাড় আছে?

উ : ১২টি করে দুপাশে মোট ২৪টি।

➲ মানবদেহে রক্তের বেগ কত?

উ : প্রতি ঘণ্টায় ১কিলোমিটার।

➲ মানবদেহ পাকস্থলির কাজ কী?

উ : হজম ক্রিয়ায় সাহায্য করা।

➲ একজন সুস্থ মানুষের শরীরে কী পরিমাণ রক্ত থাকে?

উ : প্রায় ৫ থেকে ৬ লিটার।

➲ মানুষ মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে?

উ : শিশু ৪০ বার, বালক-বালিকা ২৫ বার এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ ১৮ বার।

রহস্যময় পৃথিবী

বিশ্বের অপূর্ব সুন্দর কিছু গ্রাম

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।

১. নরওয়ে :

নরওয়ের লোফোটেন দ্বীপমালার একটি গ্রাম রেইনে। জেলেদের এ গ্রাম অপূর্ব সুন্দর। এখান থেকে নর্দান লাইটস দেখা যায়।

২. অস্ট্রিয়া :

এটি একটি অস্ট্রিয়ান গ্রাম হালস্টাট। হালস্টাটার সী লেক এবং ড্যাচেস্টেইন পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। ফেরিতে উঠে চক্কর দিলে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য চোখে পড়বে। ১৯৯৭ সালে এই জায়গাটিকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড কালচারাল হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

৩. মাল্টার :

মাল্টার পপাই ভিলেজটি তৈরি করা হয় ১৯৮০ সালে 'পপাই'-এর শুটিংয়ের জন্য। প্রায় ২ হাযার গ্যালন রং ব্যবহার করা হয় এটি তৈরি করতে।

৪. সুইজারল্যান্ড :

সুইজারল্যান্ডের ওয়েনগেন গ্রামটি এমনই এক দারুণ সুন্দর। যা দেখার জন্য অনেকেরই মনে ইচ্ছা জাগবে।

৫. স্পেন :

স্পেনের আন্দালুসিয়ার ভ্যালে ডেল জেনালে অবস্থিত গ্রামটির নাম 'জাজকার'।

৬. ফ্রান্স :

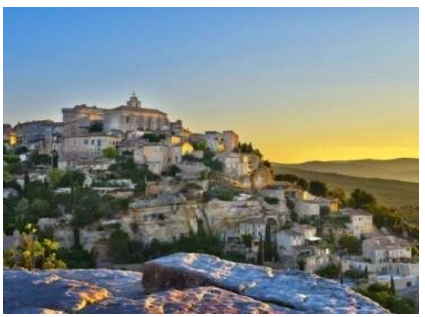

ফ্রান্সের ভাসক্লজ মাউন্টেনস-এ অবস্থিত। শিল্পীদের গন্তব্য হিসাবে বিখ্যাত এ গ্রাম।

৭. দক্ষিণ কোরিয়া :

দক্ষিণ কোরিয়ার গাইয়ংসাংবুক-দো গ্রামটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। বলা হয় এ গ্রামটির সৃষ্টি পদ্মপাতার আকৃতি দিয়ে।

৮. পর্তুগাল :

পর্তুগালের ইদানহা-এ-নোভা মিউনিসিপালিটির পাহাড়ের ওপরের একটি গ্রাম। সরু রাস্তাগুলো বিশাল সব পাথরখণ্ডের নিচ দিয়ে চলে গেছে।

৯. নেদারল্যান্ডস :

নেদরল্যান্ডসের একটি গ্রাম বর্টাঞ্জি। তারকার আকৃতিতে এটি তৈরি হয় ১৫৯৩ সালে। মধ্যযুগের শিল্পচর্চার ছাপ রয়েছে এ গ্রামে।

১০. চীন :

চীনের ইয়াই কাউন্টির আরেকটি গ্রাম জিদি। ইউনেস্কোর ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। হংসান গ্রামের কাছেই এর অবস্থান।

১১. চীন :

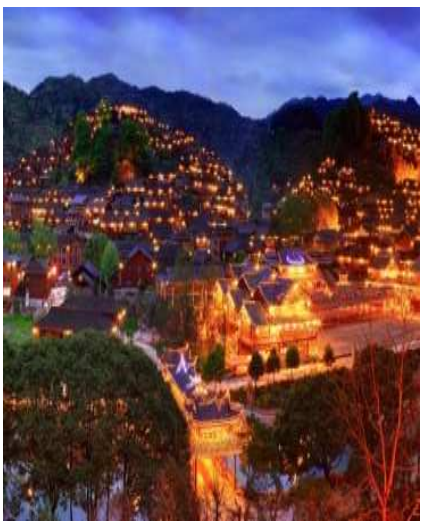

চীনের জিয়াং মিয়াও গ্রামটি দেশের সর্ববৃহৎ মিয়াও ভিলেজ। পাহাড়ে ঘেরা অপরূপ সুন্দর একটি গ্রাম এটি।

১২. জার্মানি :

জার্মানির একটি গ্রাম ব্রেম। যে কোনো অভিযাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় একটি স্থান।

১৩. আইল্যান্ড :

ফারো আইল্যান্ডস-এর সর্বোচ্চ পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত গ্রামটির নাম 'গাসাডালুর'। রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষদের জনপ্রিয় এক স্থান।

১৪. ইংল্যান্ড :

ইংল্যান্ডের বাইবুরি গ্রামটি গ্লোউসেস্টারশায়ারে অবস্থিত। গ্রামের বাড়িগুলো মধুর রংয়ে ঢাকা। কন নদীর পাশেই অবস্থিত।

১৫. হল্যান্ড :

হল্যান্ডের এই গ্রামটি 'ডাচ ভেনিস' নামে পরিচিত। ওভারিজেসেল ক্যানাল সিস্টেমের মধ্যভাগে অবস্থিত।

সাহিত্যাঙ্গন

যুক্তবর্ণের বিশ্লেষণ ও ব্যবহার

সংগ্রহে : ইবরাহীম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➲ দ্ব = দ্ + ব

দ্বারা, দ্বাদশ, দ্বিতীয়, দ্বেষ।

➲ দ্ধ = দ্ + ধ

আবদ্ধ, উদ্ধার, যুদ্ধ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধ।

➲ গ্ধ = গ্ + ধ

দুগ্ধ, মুগ্ধ, দগ্ধ।

➲ ন্ধ = ন্ + ধ

বন্ধু, প্রবন্ধ, বন্ধ সন্ধ্যা, অন্ধকার।

➲ ন্ত্র = ন্ + ত + র (ফলা)।

আমন্ত্রণ, মন্ত্রী, মন্ত্রণালয়।

➲ ন্ + ত + র (ফলা) + য (ফলা)

স্বাতন্ত্র্য।

➲ ব্ধ = ব্ +ধ

স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ, উপলব্ধি।

➲ হ্ণ = হ্ + ণ

পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

➲ হ্ন = হ্ + ন

চিহ্ন।

➲ হ্য = হ +্

হৃদয়, সুহৃয়, হৃত।

➲ হ্র = হ + র (ফলা)

হ্রদ,হ্রাস।

দেশপরিচিতি

লেবানন

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব লেবানন।

রাজধানী : বৈরুত।

আয়তন : ১০,৪৫২ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৬০ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ৫.৪%।

ভাষা : আরবী।

মুদ্রা : পাউন্ড ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৬১.৩%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯০%।

মাথাপিছু আয় : ১৩,৩১২ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৯.৫ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ২২শে নভেম্বর ১৯৪৩ সাল।

স্বাধীনতা দিবস : ২২শে নভেম্বর।

সরকার পদ্ধতি : সংসদীয় গণতন্ত্র।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫ সাল।

আশূরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়' *(ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ, ২য় খণ্ড পৃ. ২৪৮, ২৫৩)*।

যেলাপরিচিতি

লক্ষ্মীপুর

যেলাটি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল।

সীমা : ফেনী যেলার পূর্বে নোয়াখালী, পশ্চিমে বরিশাল ও ভোলা, উত্তরে চাঁদপুর এবং দক্ষিণে নোয়াখালী যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,৪৪০.৩৯ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৫টি। লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ, রায়পুর, রামগতি ও কমলগঞ্জ।

পৌরসভা : ৪টি। লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, রামগঞ্জ ও রামগতি।

ইউনিয়ন : ৫৮টি।

গ্রাম : ৫৪৭ টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : মেঘনা ও ডাকাতিয়া।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : সাহাপুর নীল কুঠিবাড়ী, সাহাপুর সাহেব বাড়ী, দালাল বাজারের জমিদার বাড়ী, দালাল বাজার মঠ, খোয়াসাগর দীঘি, ঐদারা দীঘি, কমলাসুন্দরী দীঘি, রায়পুরের কেরোয়া গ্রামের মসজিদ, বড় মসজিদ, রামগতির রানী ভবানী কামদা মঠ ও শ্রীরামপুর রাজবাড়ী (রামগঞ্জ) ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : মুহাম্মাদ উল্লাহ (সাবেক রাষ্ট্রপতি ও স্পিকার), ড. মুযাফফর আহমাদ চৌধুরী (শিক্ষাবিদ), ড. আব্দুল মতীন, ড. ওয়াহিদুল হক, ড. হাবীবুল্লাহ ও আ.স.ম. আব্দুর রব প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক পাতা

সংগ্রহে : *ফরীদুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী*
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত স্থান

এশিয়া

কারবালা	ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক প্রান্তর। বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসী ও নিষ্ঠুর গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের চক্রান্তের কারণেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাতি ও হযরত আলী (রাঃ)-এর ছোট ছেলে হুসায়েন (রাঃ) ও তার পরিবারের সদস্য বৃন্দ নির্মমভাবে নিহত হন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)।
আরাফাত	সঊদী আরবের মক্কা নগরীর নিকটে অবস্থিত একটি বিখ্যাত প্রান্তর। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৯ই যিলহাজ্জ তারিখে আরাফাত ময়দানের বাত্বনে ওয়াদীতে গমন করেন। এটি ছিল একটি পাহাড়ী টিলা। যা বর্তমানে 'জাবালে রহমত' বলে খ্যাত। অতঃপর তিনি সেখানে উটনীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় উপস্থিত মুসলমাদের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসির সারগর্ভ ভাষণ দেন *(যাদুল মা'আদ ২/২১৫)*। এ সময় সেখানে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার বা ত্রিশ হাযার মুসলমান উপস্থিত ছিলেন *(মির'আত, শরহ মিশকাত ৮/২৫৬)*।

সংগঠন পরিক্রমা

মোল্লাডাইং, পবা, রাজশাহী ১৬ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা থানাধীন মোল্লাডাইং দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আলী ও জাগরণী পরিবেশন করে জেবা খাতুন।

মজপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২২শে জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন মজপাড়া ফুরকানিয়া ও হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এস. এম. সিরাজুল ইসলাম মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম, হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার পরিচালক ইসমাঈল হোসাইন ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয রেযাউল করীম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ নাহিদুল ইসলাম।

খিরশিন টিকর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন খিরশিন টিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বাদশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন গাযীপুর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক হাফেয শাকিল আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ খুরশেদ আলম ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনিয়া আখতার।

পাঁজর ভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ৩রা আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মান্দা উপযেলাধীন পাঁজর ভাঙ্গা আহলেহাদীছ হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল জলীল। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আরাফাত হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আবুবকর ছিদ্দীক।

ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ৩রা আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধূরইল আহলেহাদীছ হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল বাছীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাজিদ আল-ফাহীম ও জাগরণী পরিবেশন করে শাকিল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হাফেয শফীকুল ইসলাম।

তালপুকুর পাড়া, শাহ মখদুম, রাজশাহী ৯ই আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার শাহ মখদুম থানাধীন তালপুকুর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ সুলতানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন।

উত্তর নওদাপাড়া, শাহ মখদুম, রাজশাহী ৮ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার শাহ মখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের অর্থ সম্পাদক রিয়াযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ ছাকিব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-যাহিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আবু সাঈফ। প্রশিক্ষণ শেষে মুহাম্মাদ আবু সাঈফকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি শাখা পরিচালনা পরিষদ ও আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা সোনামণিরা!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি প্রতিভা'। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। চলতি বছরে কাগজের মূল্য, ডাক খরচ ও আনুসঙ্গিক খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই আগামী ৩২তম সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র মূল্য ১০/- টাকার পরিবর্তে ১৫/- টাকা নির্ধারণ করা হল। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

-সম্পাদক।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

শিশুর শ্বাসকষ্টে করণীয়

ডা. আহমাদ নাজমুল আনাম
এমবিবিএস, কনসালটেন্ট, শিশু বিভাগ
কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।

অনেক শিশুরই শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়। সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে রোগ জটিল হয়ে শিশুর ভোগান্তি বাড়ে। এ বিষয়ে যা জানা আমাদের অতি প্রয়োজন। তা আলোচনা করা হল-

শিশুর শ্বাসকষ্টের কারণ :

এটা নির্ভর করছে বিভিন্ন বয়সের ওপরে। তবে সাধারণত এই সমস্যায় শিশু সর্দিকাশি, ব্রঙ্কিওলাইটিস, নিউমোনিয়া, অ্যাজমা এ রকম কিছু কারণ নিয়েই মূলত আমাদের কাছে আসে।

শ্বাসকষ্টের কারণ বোঝার উপায় :

আমাদের কাছে বেশী যেটা আসে সেটি হল, ব্রঙ্কিওলাইটিস। এটি একটি ভাইরাসবাহিত রোগ। অনেকেই একে নিউমোনিয়া মনে করে। আসলে এটা নিউমোনিয়া নয়। ৮০ থেকে ৯০ ভাগ যেসব শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে, আমরা দেখি, এটি ব্রঙ্কিওলাইটিস। এটা বোঝার কিছু উপায় আছে। যেহেতু আমরা বলছি এটি ভাইরাসবাহিত রোগ, সুতরাং ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হলে যে ধরনের লক্ষণগুলো থাকে- একটু নাক দিয়ে পানি ঝরা, খুকখুক করে কাশি,

গায়ে হালকা হালকা জ্বর-এই ধরনের লক্ষণ প্রথমে প্রকাশ পায়। পরে যদি এটি আস্তে আস্তে গাঢ়ও হয়, তাহলে হয়তো পরে শ্বাস প্রশ্বাসের তীব্রতা অনুভূত হয়।

শ্বাসকষ্ট বুঝার উপায় :

শ্বাসকষ্টের প্রাথমিক বিষয়ের মধ্যে দ্রুত শ্বাস নেওয়া একটি। যদি দুই মাসের নিচের কোনো শিশু হয়, আমরা বলব যে, ঘন ঘন শ্বাস নেয়, যদি ৬০ বারের বেশী একটি শিশু ঘন ঘন শ্বাস নেয় তাহলে বুঝতে হবে তার অবশ্যই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হচ্ছে। দুই মাস থেকে এক বছরে বলব, ৫০ থেকে তার বেশী বার শ্বাস নেয়, আর যদি এক বছরের উপরের বাচ্চার ক্ষেত্রে ৪০ বারের উপরে শ্বাস নেয়, তাহলে আমরা বলব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

আর এটি আরো তীব্র হবে যদি বুকের ভেতরের দুই খাঁজ বসে যায়, তাহলে আমরা বলব, দ্রুত চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করুন।

শ্বাসকষ্টের জন্য করণীয় :

অধিকাংশ সময় দেখা যায় বাচ্চাদের নাকগুলো বন্ধ থাকে, সেজন্য নাকগুলো পরিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে বাজারের বিভিন্ন ড্রপ ব্যবহার করা যাবে। এক চামচ কুসুম গরম পানিতে এক চিমটি লবণ দিয়ে সেটা যদি গুলে যায়, সেটা ড্রপার দিয়ে তুলে শিশুর নাকে দিতে হবে। নাক যদি খুলে যায়, শিশুরা দেখা যায় অনেক আরাম পাচ্ছে। আমরা হাইপার টনিক স্যালাইন তৈরি করব। এক চা চামচ কুসুম গরম পানিতে এক চিমটি লবণ দিয়ে এটি করতে হবে।

এরপর আমাদের কাছে যখন আসে, আমরা একটু অক্সিজেন দেই। আমরা একটু নাক পরিষ্কার করে দেই। মাথাকে একটু উঁচু করে রাখি। শুয়ে থাকলে বাচ্চাদের শ্বাসকষ্টটা বাড়ে এবং আমরা একটু নেবুলাইজ করে দেই। এই চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই। যদি ব্রঙ্কিওলাইটিস হয়ে থাকে দেওয়ার দরকার নেই। যেহেতু এটি ভাইরাসের কারণে হচ্ছে এখানে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো প্রয়োজন নেই।

বঙ্কিওলাইটিসের ক্ষেত্রে করণীয় :

১. ব্রঙ্কিওলাইটিসের শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন নেই। ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি মানতে হবে। সেটা হলো ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। যে ঘরে আলো বাতাস চলাচল করছে, সেখানে রাখতে হবে। আর যদি নেবুলাইজেশন করার সুযোগ বাসায় থাকে তাহলে করা যেতে পারে। নেবুলাইজ করে দিলে, নাকটা পরিষ্কার করে দিলে শিশুদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়ে যায়।

আর যদি শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়, খুব ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে, বুকের দুই খাঁজ

বসে যায় এবং শিশুর মুখের চারপাশ নীল হতে থাকে; তাহলে খুব দ্রুত হাসপাতাল বা নিকটস্থ চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

২. এই রোগের মূল চিকিৎসা হল ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ানো। বরং ইতিহাসে দেখা গেছে সেসব বাচ্চা বুকের দুধ খায় না, তাদেরই এই ধরনের শ্বাসকষ্ট বা ব্রঙ্কিওলাইটিসের সমস্যা ঘন ঘন হয়। এসব বাচ্চাই বেশী ঝুঁকির ভেতর থাকে। সুতরাং বুকের দুধ খাওয়া যরূরী। ছয় মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রঙ্কিওলাইটিসের জন্য যে সমস্ত বাচ্চারা বেশী ঝুঁকিতে থাকে :

দুই মাস থেকে দুই বছরের বাচ্চারা ব্রঙ্কিওলাইটিসের মধ্যে পড়ে। সাড়ে তিন বছরের বাচ্চা যখন আসবে তখন আর ব্রঙ্কিওলাইটিস ভাবার প্রয়োজন নেই। ভাইরাস দিয়ে আক্রান্তও হতে পারে, তবে তখন অনেকটাই ঝুঁকি কমে যায়।

ব্রঙ্কিওলাইটিসের সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করার জটিলতা :

ব্রঙ্কিওলাইটিস থেকে তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গিয়ে কার্ডিওলজিক্যাল অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। মাকে বিপজ্জনক চিহ্নগুলোর বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তখন অবশ্যই নিকটস্থ চিকিৎসকের কাছে যোগাযোগ করতে হবে।

চিকিৎসার পর আবার হওয়ার আশঙ্কা থাকে কি?

সাধারণত এটি আর হয় না। একটি নিউমোনিয়া কিন্তু বার বার হতে পারে। ব্রঙ্কিওলাইটিস আমরা বলব আর সাধারণত হয় না এবং চিকিৎসায় পুরোপুরি ভাল হয়ে যায়। সাধারণত সারতে দুই থেকে তিনদিন সময় লাগে। তবে কঠিন অবস্থাটি দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে ভাল হয়ে যায়। কাশিটা কিছুদিন থাকবে এটি নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

প্রতিরোধ কীভাবে করবে?

প্রথমতো বুকের দুধ পান করাতে হবে। যে বাচ্চা অপরিষ্কার ঘরে থাকছে তার এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাবে। যেসব মা-বাবার ধূমপানের অভ্যাস রয়েছে, তাদের বাচ্চাদের এসব বিষয়ে বেশী আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই বুকের দুধ খাওয়ানো, যেসব ঘরে আলো-বাতাস আছে, শিশুকে সেই ঘরে রাখা, মা-বাবাকে ধূমপান মুক্ত থাকা এগুলো রোগ প্রতিরোধ করবে।

জ্বর আসলে করণীয় :

জ্বর আসলে প্যারাসিটামল দেওয়া যাবে। তবে চিকিৎসকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার বিষয়টি।

এনটিভির 'স্বাস্থ্য প্রতিদিন' অনুষ্ঠানের ২৩১২তম পর্ব হতে সংকলিত।

ভাষা শিক্ষা

লেখাপড়া

আসমাউল হুসনা
জয়নাবাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

কবি - شَاعِرٌ - Poet (পোইট)

কবিতা - شِعْرٌ - Poem (পোইম)

কমা - فَاصِلَةٌ - Comma (কমা)

কলম - قَلَمٌ - Pen (পেন)

কাগজ - قِرْطَاسٌ - Paper (পেইপার)

কালি - مِدَادٌ - Ink (ইংক্)

চক - طَبَاشِيْرٌ - Chaik (চ্যক)

খাতা - دَفْتَرٌ - Register (রেজিস্টার)

গণিত - الحِسَابُ -Mathmatics (ম্যাথম্যাটিক্স)

গদ্য - نَثْرٌ - Prose (প্রৌজ)

গবেষক - بَاحِثٌ - Researcher (রিসার্চ্র)

গবেষণা - بُحُوْثٌ - Research (রিসার্চ্)

গবেষণাগার - مُخْتَبَرٌ - Author (ল্যাবর‍্যাটরি)

গল্প - قِصَّةٌ - Story (স্ট্যরি)

গ্রন্থাগার - مَكْتَبَةٌ - Library (লাইব্রেরি)

ঘণ্টা - جَرَسٌ - Bell (বেল)

চমৎকার - مُمْتَازٌ - Excellent (এক্সেলেন্ট্)

চিঠি - رِسَالَةٌ - Letter (লেটার)

ছাত্র - تِلْمِيْذٌ - Student - (স্টুডেন্ট)

? ক্যুইজ

১. আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ বললে কত নেকী পাওয়া যায়?
উঃ.....

২. যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধহাত যমীন দখল করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার কী হবে?
উঃ.....
.....
.....

৩. পানি পানের নিয়ম কয়টি?
উঃ.....

৪. দাঁড়িয়ে পানি পান করলে কী ধরনের ক্ষতি হয়?
উঃ.....

৫. সোনামণি সংগঠনের কর্মসূচী কয়টি?
উঃ.....

৬. ৩২তম সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র মূল্য কত হবে?
উঃ.....

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরাফার ময়দানে কিসের উপর সওয়ার হয়ের ঐতিহাসির সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন?
উঃ.....

৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কত বছর পর হুসায়েন (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়?
উঃ.....

৯. কার চক্রান্তের কারণে হযরত হুসায়েন (রাঃ) ও তার পরিবারের সদস্য বৃন্দ নির্মমভাবে নিহত হন?
উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই অক্টোবর ২০১৮।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. দু'টি। ঈদুল ফিৎর ও আযহা **২.** তারা তাদের পেট কেবল অগুন দ্বারা ভর্তি করে **৩.** আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী **৪.** আসমানে **৫.** আল্লহ্র ভয় **৬.** সে যেন ধর্য ধারণ করে **৭.** উত্তম চরিত্র **৮.** এক একটি জীবন্ত ব্লাড ব্যাংক **৯.** স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হতে **১০.** ঢাকার মুহাম্মাদপুরে।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : হাবীবুর রহমান, ৪র্থ শ্রেণী
হাটপাড়া জান্নাতুল মাওয়া মহিলা মাদরাসা করনাই, পিরোজপুর, ঠাকুরগাঁও।

২য় স্থান : জুনাইদ আরাফাত, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
মৌলভী সুলায়ামান হাফিযিয়া ইবতেদায়ী মাদরাসা, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩য় স্থান : ফয়ছাল আতীক, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
হাটপাড়া জান্নাতুল মাওয়া মহিলা মাদরাসা করনাই, পিরোজপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
মোবাইল : .....

আমাদের আহ্বান

আপনার সোনামণিকে-

১. আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা শেখাবেন, ভুল শিখাবেন না।

২. রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেবেন, অতিরঞ্জিত করবেন না।

৩. পুরস্কার দেবেন, লোভ দেখাবেন না।

৪. মূল্যায়ন করবেন, অপমান করবেন না।

৫. উৎসাহিত করবেন, নিরুৎসাহিত করবেন না।

৬. উপদেশ দিবেন, বকুনি দেবেন না।

৭. কাজ শেখাবেন, অলসতা শেখাবেন না।

৮. আদব শেখাবেন, বেয়াদব বলবেন না।

৯. সৎসঙ্গ দেবেন, নিঃসঙ্গ রাখবেন না।

১০. সাথে নেবেন, দূরে ঠেলবেন না।

১১. সাহস দেবেন, ভয় দেখাবেন না।

১২. সুপরামর্শ দেবেন, কুপরামর্শ দেবেন না।

১৩. শিখিয়ে দেবেন, লজ্জা দেবেন না।

১৪. সময় দেবেন, তাড়াহুড়ো করবেন না।

১৫. বুঝিয়ে দেবেন, ধমক দেবেন না।

১৬. সত্য বলবেন, মিথ্যা বলবেন না।

১৭. আদর করবেন, গালি দেবেন না।

১৮. ভালবাসবেন, নিন্দা করবেন না।

১৯. সুন্নাত শেখাবেন, বিদ'আত শেখাবেন না।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং MCQ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত, ঈমান, ইসলাম ও ইবাদত এবং ফেরেশতাগণের পরিচয় : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬১)।*

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৬ ও ২৭তম পারা।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা তাগাবুন ১৫-১৮ ও মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত **'দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ'**)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর সাধারণ জ্ঞান (১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ পৃ.)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ১-২৬, বিজ্ঞান ১-৬২ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ০১-২৮ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন বিষয়ক।

(গ) রাঙ্গামাটি যেলা : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী; আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী ও দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : আরবী ও বাংলা

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০ (ত্রিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	**: ১২ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
২. উপযেলায়	**: ১৯শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৩. যেলায়	**: ২৬শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	**: ৮ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

❁ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।